



সেবা সহজিকরণ প্রকাশনা ২০২১



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରଣ
ପ୍ରକାଶନା-୨୦୨୧



01
01
01

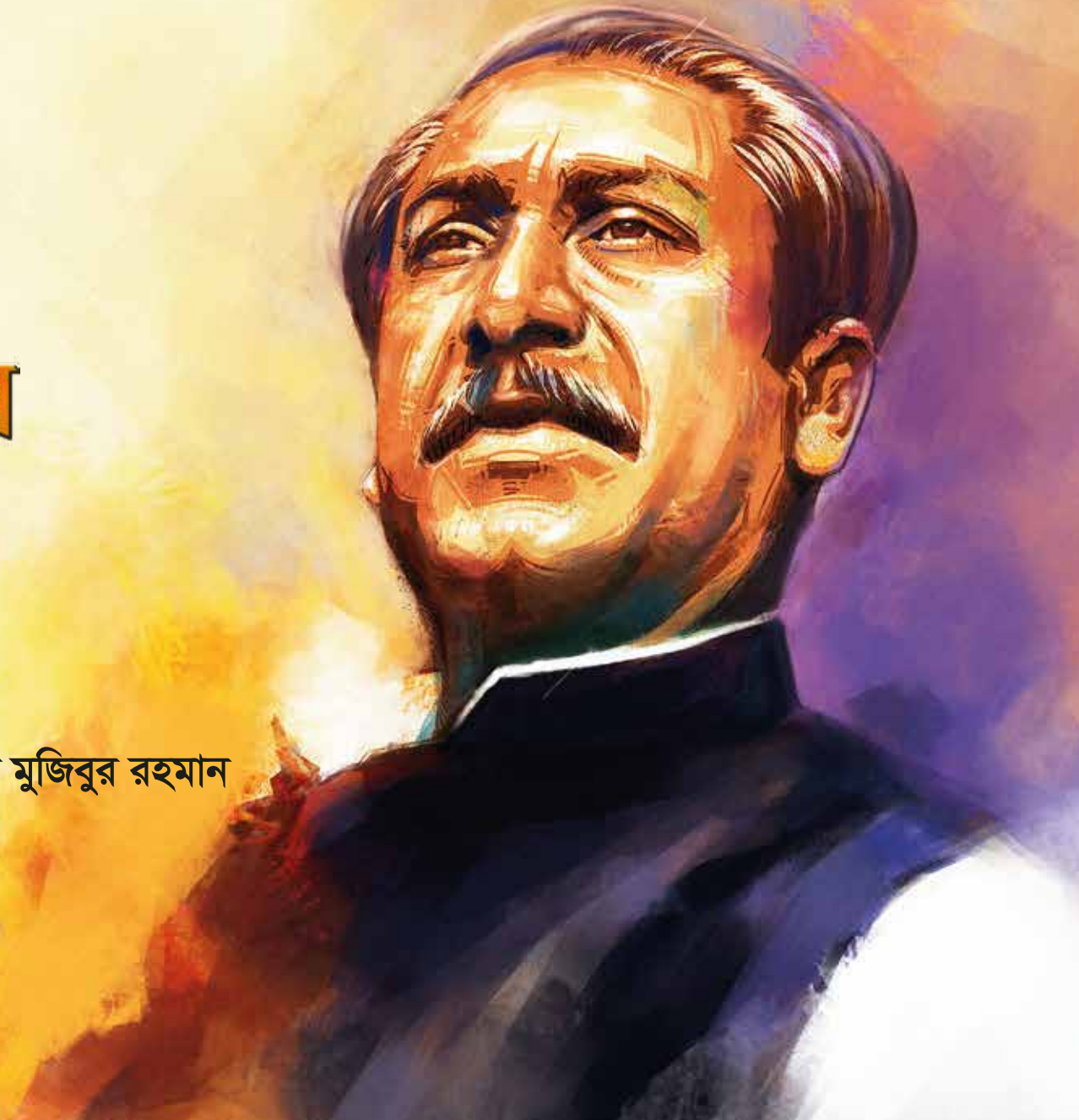


“সমস্ত সরকারি কর্মচারীকেই
আমি অনুরোধ করি,
যাদের অর্থে আমাদের সংসার চলে,
তাদের সেবা করুন।”

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সর্বকালের
সর্বশ্রেষ্ঠ
বাঙালি

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



“জনগণের কের টাকায়
আমাদের-আপনাদের বেতন-ভাতা হয় ।
কাজেই, সবার আগে জনগণ ।
আমরা সবাই জনগণের সেবক, শাসক নয় ।”

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

“জনগণের হাতের মুঠোয়
সেবা পৌঁছে দেওয়াই আমার স্বপ্ন”

- সজীব ওয়াজেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা



সজীব ওয়াজেদ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা

“সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে জনগণের
সময় ও অর্থ অপচয় রোধ হচ্ছে এবং হয়রানি কমেছে।
বেড়েছে সেবার মান, দেশের ৩৫ শতাংশ সরকারি সেবা
অনলাইনে নিয়ে আসা হয়েছে।”

- জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



জুনাঈদ আহমেদ পলক, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

সিনিয়র সচিব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ফোনঃ +৮৮ ০২ ৪১০২৪০৩১

ই-মেইলঃ secretary@ictd.gov.bd

প্রসঙ্গকথা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ মানুষের সেবায় তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল দেশের মানুষের সকল দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনের। তাঁর এ স্বপ্ন পূরণে তিনি যে সকল কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল সরকারি সেবাকে জনমুখী করা, সেবা প্রাপ্তিতে জনগণের ভোগান্তি দূর করা। সরকারি কর্মচারীদের তিনি জনসেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত অনুশাসন স্মর্তব্য; তিনি বলেন, ‘সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তাঁরা জনগণের খাদেম, সেবক, ভাই। তাঁরা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাঁদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে।’ জাতির পিতা তাঁর এ চিন্তা ধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদে; যেখানে বলা হয়েছে, ‘সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।’ অর্থাৎ, একটি সেবামুখী প্রশাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি তিনি স্থাপন করেছিলেন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে। জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত, সেবামুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে কম খরচে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণকে ঈশ্বরিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা, নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সরকারের এ সকল উদ্যোগ ও রূপরেখা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মাননীয়প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর বিচক্ষণ দিক-নির্দেশনায় এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার ত্রুত নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এ বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি-এর নেতৃত্বে সরকারি সেবা সহজিকরণ ও জনকল্যাণমুখী করণে নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

একথা সর্বজন বিদিত যে বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তির ক্রমশ পরিবর্তনের সাথে দ্রুতলয়ে পাল্টে যাচ্ছে। ইন্টারনেট অব থিংস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লক চেইন, রোবটিকস, জৈব প্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো অগ্রসরমান প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির এ সর্বব্যাপী প্রসার সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সেবাপ্রাপ্তিতার সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নাগরিক সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সেবা প্রদানের সময়, খরচ, সেবা গ্রহীতার অফিসে গমনের সংখ্যা হ্রাস করে সেবার গুণগত মান-এর অভূত পূর্ব উন্নয়ন ঘটিয়ে সেবা সহজিকরণে তথ্যপ্রযুক্তি অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট বা অ্যাপস ব্যবহার করে জনগণ এখন বাস্তবিকভাবেই বিভিন্ন সেবা সহজে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ শুধুমাত্র নিজ অধিক্ষেত্রের সেবা সহজিকরণ নয়, অন্যান্য দপ্তরের সেবা সহজিকরণেও তথ্যপ্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত এ “ সেবা সহজিকরণ প্রকাশনা ২০২১ ” একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহৃত হবে মর্মে আমি আশা ব্যক্ত করছি। একই সাথে প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্টদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ



রীনা পারভীন
অতিরিক্ত সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুখবন্ধ

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সেবা সহজিকরণ বা Service Process Simplification (SPS) অন্যতম। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলপত্রসমূহে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিমূলক ও সেবামুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সরকারি সেবায় নাগরিক সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রূপকল্প: ২০২১' বাস্তবায়ন-উভয়ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি। এ লক্ষ্য পূরণে জনমুখী প্রশাসন কাঠামো অপরিহার্য বিধায় সহজ ও জনবান্ধব সেবা পদ্ধতি চালু করতে প্রতিটি সরকারি দপ্তরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। এ টিমের তদারকিতে সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইনোভেশন কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় তা নিয়ে আসা হয়েছে।

বাংলাদেশে সরকারি ক্ষেত্রে সেবা সহজিকরণ ধারণাটি মূলতঃ ১৯৯০ এবং তৎপরবর্তী সময়ে পৃথিবীর বিখ্যাত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবর্তিত Business Process Re-engineering (BPR) ধারণা হতে গ্রহণ করা হয়েছে। BPR ধারণার প্রবর্তক ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)-এর অধ্যাপক মাইকেল হ্যামার এর সংজ্ঞা অনুযায়ী বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে কার্যক্রম পদ্ধতি (Business Process)-এর মৌলিক পুনর্চিন্তন (Fundamental Rethinking) ও আমূল পরিবর্তন (Radical Redesign)-এর মাধ্যমে কর্ম দক্ষতা (Performance) এর অভূতপূর্ব উন্নয়ন (Dramatic Change) সাধন। এ সংজ্ঞার আলোকে বিদ্যমান সেবার মৌলিক ও আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে সেবা গ্রহণে খরচ, সময়, যাতায়াত হ্রাস ও গুণগত মান (TCVQ) -এর অভাবনীয় উন্নয়নকে আমরা সেবা সহজিকরণ হিসেবে চিহ্নিত করছি। বর্তমান সময়ে অর্থাৎ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের এ সূচনালগ্নে সেবা প্রক্রিয়ায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সেবা সহজিকরণে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন ০৫ (পাঁচ) টি দপ্তর/সংস্থা তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বিদ্যমান বিভিন্ন সেবার প্রক্রিয়াগত জটিলতা নিরসন করে নাগরিকের সময়, ব্যয়, যাতায়াত কমিয়ে গুণগত মানের অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ করেছে। এ সকল সহজিকৃত সেবা সংকলন করে 'সেবা সহজিকরণ প্রকাশনা ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকাশনাটি প্রকাশে আমি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ-এর প্রতি; যাঁর সুদূর প্রসারী নির্দেশনায় এ বিভাগ নাগরিকের হাতের মুঠোয় সেবা পৌঁছে দেয়ার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমি আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি-এর প্রতি; যাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় এ বিভাগ তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সেবামুখী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। পরিশেষে, আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ মহোদয়ের প্রতি যাঁর কর্ম দক্ষতায় এ বিভাগ জনসেবায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে বদ্ধপরিকর।

প্রকাশনাটি প্রণয়নে সম্পৃক্ত বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং প্রকাশনাটি সরকারি/বেসরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সেবা সহজিকরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে মর্মে আমি আশা ব্যক্ত করছি।

রীনা পারভীন



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সেবা সহজিকরণ প্রকাশনা-২০২১

পৃষ্ঠপোষকতায়

জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

উপদেষ্টা

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সার্বিক নির্দেশনায়

রীনা পারভীন
চিফ ইনোভেশন অফিসার ও
অতিরিক্ত সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশনা কমিটি

রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান, যুগ্ম-সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোছাঃ আসপিয়া আকতার, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ইসরাত জাহান, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ নবীর উদ্দীন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোঃ শরিফুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

কম্পোজ

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
কম্পিউটার অপারেটর
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশনায়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
www.ictd.gov.bd

প্রকাশ-সাল

১২ মে ২০২১

মুদ্রণ

এসোসিয়েট ইন্টারন্যাশনাল

সেবা সহজিকরণ সূচি



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পৃষ্ঠা: ০০-০০



ইলেকট্রনিক সার্টিফিকেট প্রদানকারী
কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
পৃষ্ঠা: ০০-০০



বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
পৃষ্ঠা: ০০-০০



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
পৃষ্ঠা: ০০-০০



বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
পৃষ্ঠা: ০০-০০



ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি
পৃষ্ঠা: ০০-০০

সেবা সহজিকরণ (Service Process Simplification, SPS)

গ্রাহকের সন্তুষ্টি বিধান, প্রক্রিয়াগত খরচ কমানো এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে ১৯৯০-এর দশকে পৃথিবীর বিখ্যাত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজনেস প্রসেস রি-ইঞ্জিনিয়ারিং (Business Process Re-engineering, BPR) কার্যক্রম হাতে নেয়। পরবর্তীতে এই ধারণা সরকারি সেটরে অঙ্গীভূত হতে থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশে এ ধারণার চর্চা এবং বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশে এর পরিচিতি হয় 'সেবা সহজিকরণ বা 'Service Process Simplification, SPS' নামে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবাসমূহ পৌঁছে দিতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের নাগরিক সেবা প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা সহজ ও দ্রুততর করা অত্যাাবশ্যক। সহজ ও জনবান্ধব সেবা চালু করতে হলে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিভিন্ন ধাপের পুঞ্জানুপুঞ্জ বিশ্লেষণের বিকল্প নেই। সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে মিলে বিভিন্ন কাজের ধাপের সচিত্র বিবরণ নিয়ে খোলামেলা আলোচনার ফলে অপ্রয়োজনীয় কাজ, ধাপ ও নিয়ম/চর্চাসমূহ বেরিয়ে আসতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিটি সেবার বাস্তব ও সম্ভাব্য সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা, প্রক্রিয়াগত শূণ্যতা নির্ণয় করা যায়, যা সেবার বিদ্যমান ব্যবস্থা ও মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, যাকে আমরা সেবা সহজিকরণ বা 'Service Process Simplification, SPS' বলতে পারি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



**ICT
DIVISION**

FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনোভেশন টিম



সামনের সারি: (মাঝে) এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, (ডানপাশে) রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, (বামদিকে) ড. মুহম্মদ মেহেদী হাসান, যুগ্মসচিব
পিছনের সারি: (বামদিক থেকে) মো: নবীর উদ্দীন, সি. সিস্টেম এনালিস্ট, মোছা: আসপিয়া আকতার, উপসচিব, ইসরাত জাহান, উপসচিব, মো: শরিফুল ইসলাম, সিস্টেম এনালিস্ট

সেবা সহজিকরণ-০১ ইনোভেশন প্রমোশন (Information Management System)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের “গবেষণা ও বৃত্তি শাখা” কর্তৃক “তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা- ২০১৬” অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/গবেষককে আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি, আইসিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান এবং আইসিটি ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত খাতসমূহে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটি হার্ডকপি/ম্যানুয়াল (আংশিক অনলাইনে) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হতো। যার কারণে সেবা প্রত্যাশীদের বিভিন্ন প্রয়োজনে একাধিকবার এ বিভাগে যাতায়াত করতে হতো। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেবা প্রত্যাশীগণ আবেদন করেন বিধায় এ বিভাগে আসা-যাওয়ায় টিসিভি (TCV) অত্যন্ত বেশি ছিল।

সে প্রেক্ষিতে সেবা প্রত্যাশীদের দুর্ভোগ কমাতে সেবা সহজিকরণের নিমিত্ত বিদ্যমান অনলাইন প্ল্যাটফর্মটিকে আরো উন্নত ও অটোমেশনের ব্যবস্থাকরণের জন্য “Innovation Promotion” নামক একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে একটি সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করার পরে বিসিসি’র “সফটওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের অফিস কর্তৃক সফটওয়্যারটির টেস্টিং সম্পন্ন করে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সফটওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর জাতীয় ডাটা সেন্টারে ims.ictd.gov.bd নামক ডোমেইন এ Hosting করা হয়। এ সফটওয়্যারটি ডেভেলপের ফলে সেবা প্রত্যাশীদের জন্য আবেদন করা অত্যন্ত সহজ হয়েছে এবং টিসিভি (TCV) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

আইসিটি খাতে ফেলোশিপ ও বৃত্তি এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজে অনুদান প্রদান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থবিল প্রদান করে থাকে।

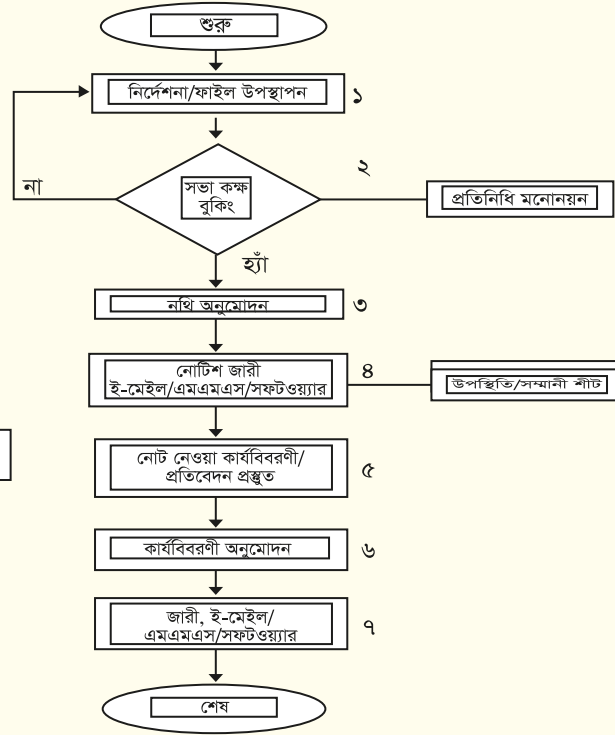
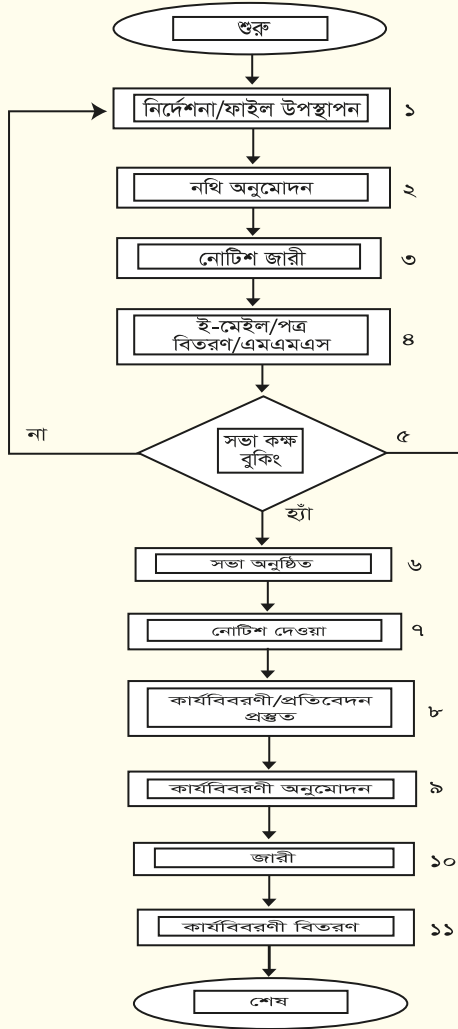
এটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহিত করার জন্য একটি সুশীলকারী পদক্ষেপ।

আবেদন করুন



সেবা সহজিকরণ-০২ মিটিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

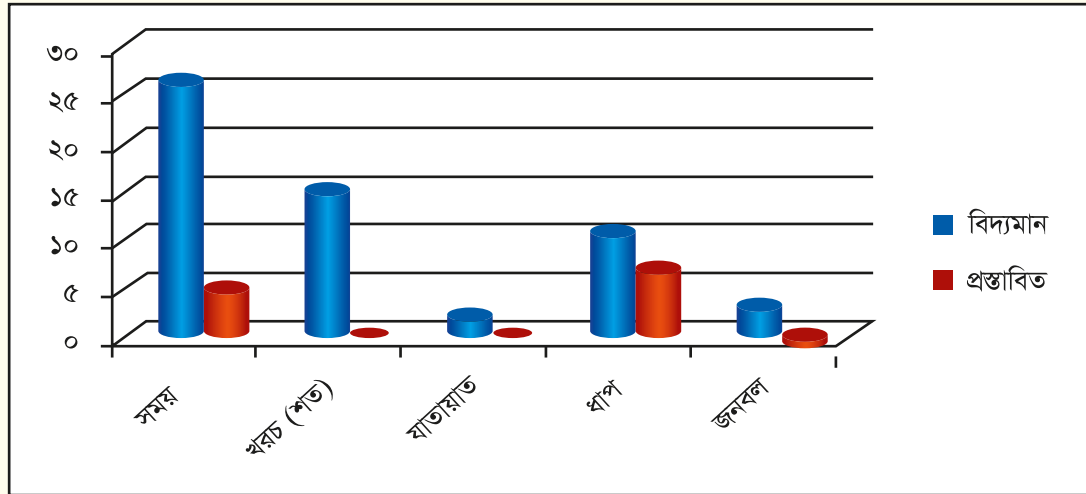
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থায় সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের সভায় অংশগ্রহণের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়ে থাকে। অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মনোনয়ন চেয়ে পত্র ই-নথি, হার্ড কপি এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে আসায় কখনও একই মিটিং এ ভুলক্রমে দুইজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। আবার একই বিষয়ের মিটিং কয়েকবার অনুষ্ঠিত হলে প্রতি মিটিং এ ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করায় মিটিং এর আউটপুট ফলপ্রসূ হয় না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে কখন কোন মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা জানা সম্ভব ছিল না। এতে একটি মিটিং চলমান থাকলে অন্য মিটিং এর কোন সদস্য সভাকক্ষে উপস্থিত হয়ে বিব্রতবোধ করেন। উক্ত সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে “ই-সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি অফিসে প্রতিনিধি মনোনয়ন ও স্মার্ট সভা ব্যবস্থাপনা” গ্রহণ করা হয়। এর ফলে সভা আয়োজনের ক্ষেত্রে বর্ণিত সমস্যাসমূহ সমাধান হয়েছে।



TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

	বিদ্যমান পদ্ধতি আনুমানিক সময়	প্রস্তাবিত পদ্ধতি আনুমানিক সময়
সময় (দিন/ঘন্টা)	২দিন ২ ঘন্টার ১০ মিনিট	৫ ঘন্টা
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	১৫০০ টাকা	০০ টাকা
যাতায়াত	অনেক ক্ষেত্রে ২ বার	০০
ধাপ	১১ টা	০৭ টা
জনবল	৩ জন	অনেক ক্ষেত্রে ১ জন

লেখচিত্র



মিটিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: grp.gov.bd

গণ ও সেবাধর্ম প্রণালী বিভাগ

সিস্টেম / মাসিক

সিস্টেম, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার, নেট, প্রিন্টার, স্ক্যানার বা অন্যান্য

ক্রমিক নং	বিবরণ	তারিখ ও সময়	অর্থ	অবস্থা
১	আইসিটি সফটওয়্যারের মার্চ ২০২১ এর মাসিক সমন্বয় সফটওয়্যার	সেপ্টেম্বর, ২৯ মার্চ, ২০২১ সকাল ১০:০০ - দুপুর ১২:০০	গণ ও সেবাধর্ম প্রণালী বিভাগের মাসিক অর্থ (৪ম ক্যাশ)(১০০)	প্রদান করা হয়েছে
২	মার্চ ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সফটওয়্যার (copy-1615798381140)	সেপ্টেম্বর, ১৫ মার্চ, ২০২১ দুপুর ০২:০০ - বিকাল ০৪:৩০	বৈঠক আলমাইন প্রদান(১০০)	প্রদান
৩	মাসিক সমন্বয় সফটওয়্যার, মার্চ ২০২১	নভেম্বর, ১৬ মার্চ, ২০২১ দুপুর ০২:০০ - বিকাল ০৪:৩০	বৈঠক আলমাইন প্রদান(১০০)	প্রদান করা হয়েছে
৪	ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সফটওয়্যার	নভেম্বর, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ সকাল ১১:০০ - দুপুর ০২:৩০	নতুন আলমাইন প্রদান(১০০)	প্রদান করা হয়েছে
৫	গণ ও সেবাধর্ম প্রণালীর আইসিটি বিভাগের মাসিক উপস্থাপনার সফটওয়্যার গণ ও সেবাধর্ম প্রণালী বিভাগ এবং এর মাসিক সমন্বয় সফটওয়্যারের আইসিটি সফটওয়্যারের মাসিক সমন্বয় সফটওয়্যার	নভেম্বর, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মার্চ ০৯:০০ - মার্চ ১১:৩০	বৈঠক আলমাইন প্রদান(১০০)	প্রদান করা হয়েছে



ডানদিক থেকে ড. লাফিফা জামাল, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রোনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, সিএসই বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, মোঃ আবদুস সাত্তার সরকার, যুগ্মসচিব (ই-সেবা প্রদান), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সিএসই বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ড. মোঃ ইমদাদুল ইসলাম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সিএসই বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সবার পিছনে মোহাম্মদ আবুল খায়ের, উপসচিব (গবেষণা ও বৃত্তি শাখা), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল



Bangladesh
Computer
Council



বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব পার্থ প্রতীম এর সাথে ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

সেবা সহজিকরণ-০১

Government Certifying Authority Management System

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশে একমাত্র সরকারি সার্টিফাইং অথরিটি প্রতিষ্ঠান। সার্টিফাইং অথরিটি (সিএ) হিসেবে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর বা ব্যক্তি বা অন্যান্য সংস্থাসমূহের ডিজিটাল সনদ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নাগরিকগণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল স্বাক্ষর গ্রহণের অনলাইনে আবেদন দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ, এনআইডি'র সঙ্গে ব্যক্তিগত তথ্য যাচাইকরণ, ডিজিটাল সনদ গ্রহণ, সার্টিফিকেট ফি প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম এ সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবে। এতে দপ্তর বা ব্যক্তি পর্যায় বা অন্যান্য সংস্থাসমূহের সময়, অর্থ ও পরিদর্শন হ্রাস পাবে। সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে সিস্টেমটি একক ডোমেইন bcc-ca.gov.bd এর মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর বা ব্যক্তি বা অন্যান্য সংস্থাসমূহের সেবাগ্রহীতারা ডিজিটাল স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এ সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর বা ব্যক্তি বা অন্যান্য সংস্থাসমূহের সেবাগ্রহীতারা গ্রহণকৃত ডিজিটাল স্বাক্ষর নিয়মিত তথ্যাবলী আপডেট/রিনিউ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। এ সিস্টেমে ডাটাবেজ সমন্বিত একটি লগইন প্ল্যাটফর্ম থাকবে। সকল ডিজিটাল স্বাক্ষরগ্রহণকারীর একটি ড্যাশবোর্ডও থাকবে।

সেবা সহজিকরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিদ্যমান ধাপ	বিদ্যমান ধাপের বর্ণনা	প্রস্তাবিত ধাপ	প্রস্তাবিত ধাপের বর্ণনা
ধাপ-১		ধাপ-১	
ধাপ-২	আবেদন ফরম গ্রহণের জন্য বিসিসি আগমন ও সংগ্রহ	ধাপ-২	অনলাইনে ডিজিটাল সনদের জন্য আবেদন ও ফরমপূরণ
ধাপ-৩	আবেদন ফরম পূরণ ও জমা প্রদান	ধাপ-৩	সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহীতার তথ্যাবলী এনআইডি কর্তৃক ভেরিফিকেশন
ধাপ-৪	বিসিসি কর্তৃক দাখিল ফরম যাচাই-বাছাই করণ	ধাপ-৪	সেবাগ্রহীতা কর্তৃক নোটিফিকেশন গ্রহণ
ধাপ-৫	আবেদন ফরম যাচাই-বাছাই প্রশাসনিক অনুমোদন	ধাপ-৫	অনলাইন এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ
ধাপ-৬	প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তির পর সেবাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ	-	ডিজিটাল সাটিফিকেট গ্রহণ
ধাপ-৭	সেবাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল সনদ গ্রহণের ফি পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যাংকে পরিদর্শন	-	-
ধাপ-৮	ডিজিটাল সনদ গ্রহণের ফি ব্যাংকের রশিদ বিসিসিতে জমাকরণ	-	-
ধাপ-৯	ডিজিটাল সনদের গ্রহণের ফি যাচাই-বাছাই	-	-

● সময়, অর্থ ও পরিদর্শন (টিসিভি)

	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (বার)	ধাপ (কয়টি)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	১০ দিন	১০০০/-	৫ বার	৯ ধাপ
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	০	-	৫ ধাপ
পার্থক্য	৯ দিন	১০০০/-	৫ বার	৭ ধাপ
অন্যান্য (যদি থাকে, যেমন- গুণগত পরিবর্তন)	ম্যানুয়েল প্রক্রিয়ার পরিবর্তে অনলাইনে সম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।			

প্রত্যাশিত ফলাফল

সেবাগ্রহীতা অনলাইনে
আবেদন করতে পারবেন।

- সময়, অর্থ ও পরিদর্শন হ্রাস পাবে;
- ডিজিটাল সনদের
বিতরণের সংখ্যা
বৃদ্ধি পাবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মোবাইল এ্যাপস উন্নয়ন;
ডিজিটাল স্বাক্ষরের বিকল্প
হিসেবে দেশে ই-সাইন
প্রবর্তন।

সেবা সহজিকরণ-০২ ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমস

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকুরি/নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সহজে ও নিরাপদে সম্পাদনের নিমিত্ত অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম (e-Recruitment System) নামে একটি ই-সেবা চালু করেছে। এটি (erecruitment.bcc.gov.bd) একটি ওয়েবভিত্তিক সুরক্ষিত অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম যেখানে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বাছাই পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল কার্যাবলি অনলাইনে সম্পাদনের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ণ করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের বিশেষজ্ঞগণের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার বেশ কিছু অংশ অনলাইনে অধিকতর সুচারুরূপে ও কম সময়ে সম্পাদন করা যেতে পারে। এর ফলে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং চাকুরিপ্রার্থী দেশের যুবসমাজও সহজে ও বামেলামুক্ত উপায়ে সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত সেবা পাবে। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি উন্নয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সরকারি সংস্থা বা প্রকল্প তাদের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে এই অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি ব্যবহার করছে এবং সিস্টেমটি সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক মতামত পাওয়া যাচ্ছে। অধিকন্তু, এই ই-সেবাটি ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক প্রয়োগে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে The Open Group Awards for Innovation and Excellence ২০১৯ পুরস্কার পেয়েছে।

Login Page

অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম

লগইন করুন

পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন?

অথবা কি একাউন্ট নেই?

English বাংলা

অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম

অনলাইন চাকরি আবেদনের জন্যে নিবন্ধন করুন

আমি ব্যবহার বিধি ও শর্তাবলী তে সম্মত

1 + 9 =

erecruitment.bcc.gov.bd/exam/?lang=bn

Apps Gmail YouTube Maps Gmail Training Managem... How to Download... On Going Projects... BROTHERS CONST... Admission Notice... New Tab

 **Bangladesh Computer Council** **অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম**  বাংলা

নিবন্ধন সহায়তা **লগইন** **নিবন্ধন** **সচরাচর জিজ্ঞাসা**

অনলাইন নিয়োগ সিস্টেম সম্পর্কিত কঠিনবর্ষি সহায়তার জন্যে erecruitment@icimbra128.bcc.gov.bd এ ইমেইল করুন



THE Open GROUP
The President's Award-2019
To
Bangladesh Computer Council
For
Online Recruitment System
In the category
"Architecture Enabled Government Transformation"

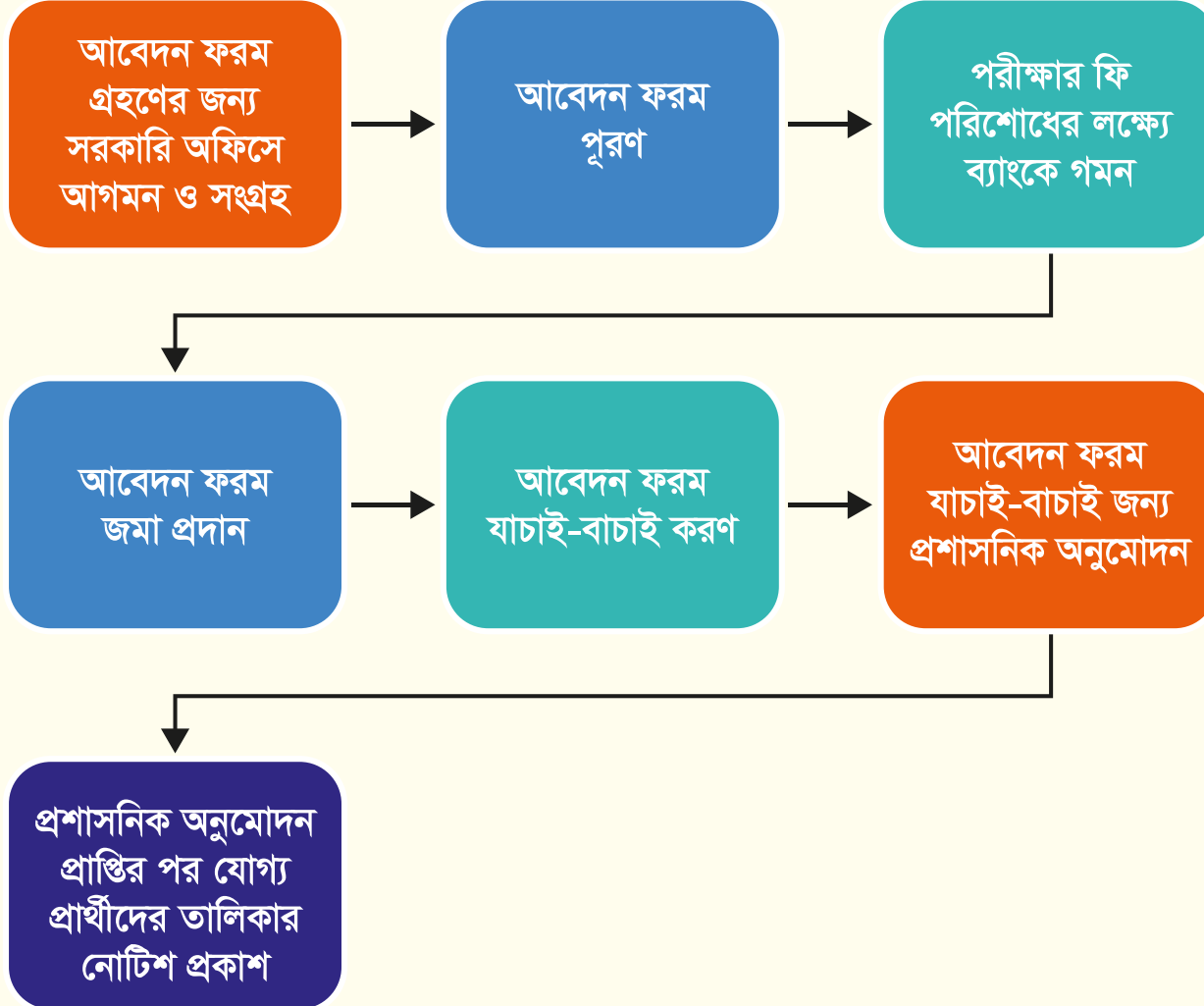


শেখাও ও অর্থাতে

- "নিয়োগ-বিদ্যেয়ী ক্রমে যাবেন" শীর্ষক প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিখ্যাসিত...
- কসবতু পেন দুদিন হাই-টেক পার্ট, রাশপেই প্রকল্পে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিখ্যাসিত...
- "সিডো" সরকার ৩৩ পদার্থ" শীর্ষক প্রকল্পে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিখ্যাসিত...
- বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ট কর্তৃপক্ষ এর "বেলা পদার্থে ডাইট/হাই-টেক পার্ট যাবেন (১২টি বেলাতে)" শীর্ষক প্রকল্পে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিখ্যাসিত...
- তথ্যসেবা: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থান (১৩৩ পদার্থ) শীর্ষক প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বিখ্যাসিত...

সকল বিজ্ঞপ্তি দেখুন

সেবা সহজিকরণের পূর্বের বিশ্লেষণ



সেবা সহজিকরণের পরবর্তী বিশ্লেষণ

- অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ
- অনলাইনে পরীক্ষার ফি প্রদান
- সিস্টেম কর্তৃক যোগ্য পরীক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ

সেবা সহজিকরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ধাপ	
[SERIES NAME],	
১, [VALUE]	
E]	
প্রস্তাবিত ধাপ, 1, ৩	<ul style="list-style-type: none"> বর্তমান ধাপ প্রস্তাবিত ধাপ
1	
৭	
৩	

সময়, অর্থ ও পরিদর্শন (টিসিভি)

	সময় (দিন)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (বার)	ধাপ (কয়টি)
আইডিয়া বাস্তবায়নের পূর্বে	৫ দিন	৫০০/-	৩ বার	৭ ধাপ
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	০	-	৩ ধাপ
পার্থক্য	৪ দিন	৫০০	৩ বার	৪ ধাপ

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ



BANGLADESH
HI-TECH PARK
AUTHORITY



২৪ নভেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সভাকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, এর সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত আছেন ভারতের মান্যবর হাই-কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম এবং প্রমুখ।

সেবা সহজিকরণ-০১

অনলাইন

ওয়ানস্টপ সার্ভিস

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ “অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার” তৈরির মধ্য দিয়ে উদ্ভাবনের সূচনা করে। মূলতঃ বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাদের প্রস্তাবিত কোন প্রকল্প বা উদ্যোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় ১৪৮ টি সেবার মধ্যে ২০ টি সেবা সহজিকরণ করে অনলাইনে প্রদান করছে এবং বাকি সেবাসমূহ উদ্ভাবনের আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এক নজরে ওয়ান স্টপ সার্ভিসসমূহ



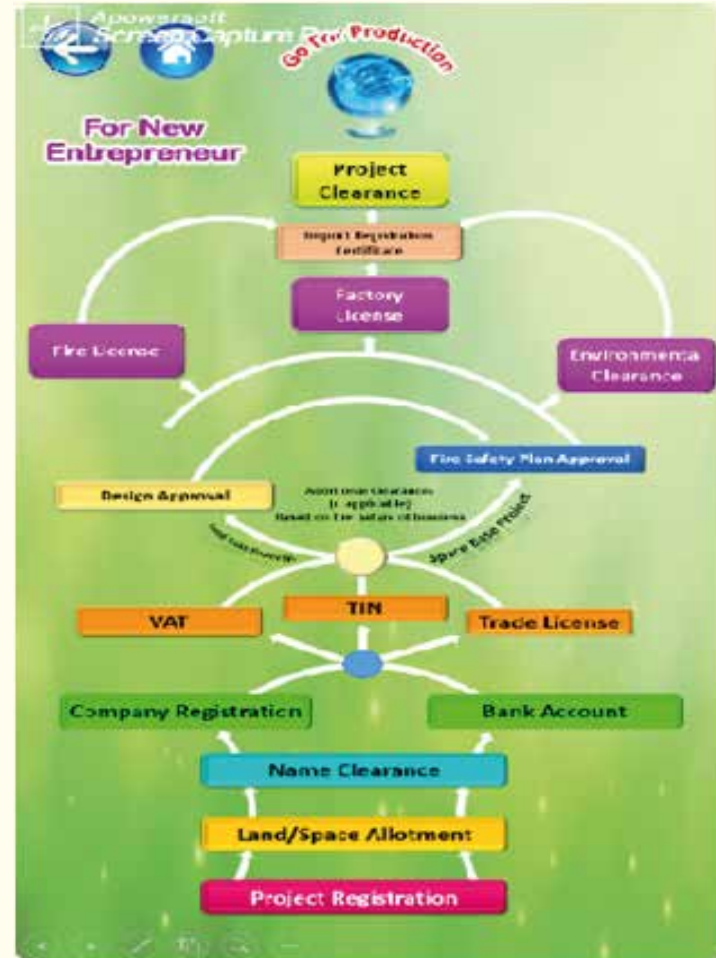
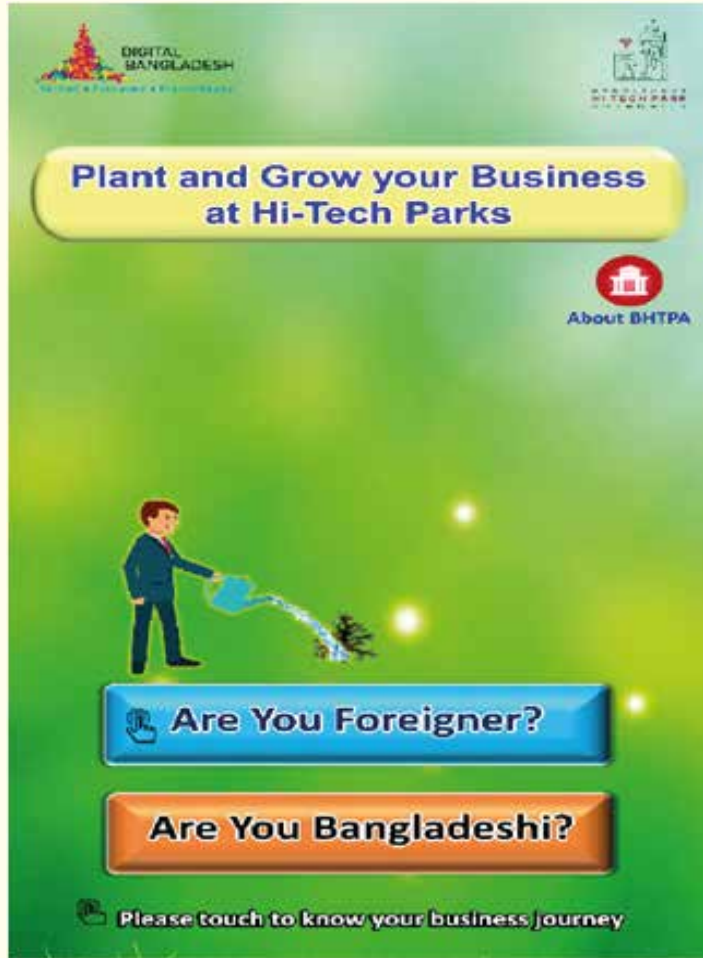
সেবা সহজিকরণ-০২ হাই-টেক পার্ক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব এবং ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করছে। এ সকল পার্কে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষের সেবা ছাড়াও বাইরের দপ্তরের বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের অনেক সমস্যার (যেমনঃ সেবা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সেবার পদ্ধতি [অনলাইন না অফলাইন], সেবার সার্ভিস ফি, সেবা প্রদানের নির্ধারিত সময়, সেবাপ্রদানকারী ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সেবাপ্রদানকারী দপ্তরের ইত্যাদি) সম্মুখীন হতে হয়। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য হাই-টেক পার্ক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার নামক উদ্ভাবন (ইনোভেশন) আইডিয়াটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হাই-টেক পার্ক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে বিজনেস জার্নি হিসেবে কাজ করবে।

স্থিরচিত্রে হাই-টেক পার্ক ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার

বিনিয়োগ সম্পর্কিত স্বাগতম স্ক্রিন

বিনিয়োগকারী অথবা উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের অধীনে ব্যবসা শুরু পদক্ষেপসমূহ



বিনিয়োগকারী অথবা উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশ হাই-টেক পার্কের অধীনে ব্যবসা শুরু পদক্ষেপসমূহ

The screenshot shows the homepage of the Bangladesh Hi-Tech Park Authority. At the top, there is a logo and a portrait of a man. Below that, the text reads: "Bangladesh Hi-Tech Park Authority", "Information and Communication Technology Division", "Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology", "Level 9, ICT Tower, E-14/X, Agargaon, Dhaka- 1207.", and "www.bhtpa.gov.bd". A yellow button labeled "Managing Director" is positioned below the text. There are six green buttons arranged in a 2x3 grid: "About Parks", "Mission & Vision", "BHTPA Mandate", "Incentives", "One Stop Service", and "Others". At the bottom, there is a banner with a map of Bangladesh and the text "Bangladesh The Right Investment Destination" and "BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY". A hand icon is shown touching the banner, with the text "Please touch to know more" below it.

বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিটি সেবার জন্য সংস্থার নাম, পরিষেবা সরবরাহের পদ্ধতি, প্রযোজ্য ফি, সময় এবং ফোকাল কর্মকর্তাসহ সকল বিবরণ উল্লেখ রয়েছে

বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তারা হাই-টেকপার্ক সম্পর্কিত সকল তথ্য জানতে পারবেন।

The screenshot shows the "Space Allotment" page. The title "Space Allotment" is in a yellow rounded rectangle at the top. Below it, there are several sections, each with an icon and a title: "List of Documents" (folder icon), "Mode of Service" (laptop icon), "Applicable Fees" (dollar sign icon), "Duration" (clock icon), "Focal Officer" (person icon), and "Name of Organization" (building icon). Each section has a list of details. At the bottom right, there is a "Location" section with a location pin icon.

Space Allotment

List of Documents
To be registered with BHTPA

Mode of Service
Online

Applicable Fees
1. Security 3 month rent
2. OSS Fee BDT 500 + 3 month rent + 15% VAT

Duration
7 Days

Focal Officer
Shahriar Al Hassan
Asst. Director (Investment)
Mobile no : 01716011212
E-mail : shahriar@bhtpa.gov.bd
Web : www.bhtpa.gov.bd

Name of Organization
Bangladesh Hi-Tech Park Authority

Location

সফটওয়্যারটির মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ এক প্ল্যাটফর্ম থেকেই বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষসহ সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সকল তথ্য, সেবা গ্রহণের পদ্ধতি, সেবার জন্য সার্ভিস ফি, সেবা প্রদানের সময়, সেবা প্রদানকারী দপ্তরের অবস্থান ইত্যাদি জানতে পারবেন।



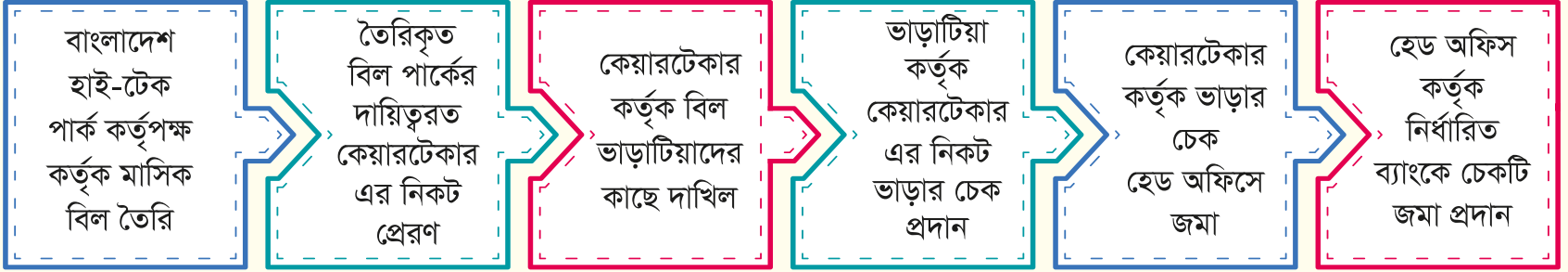
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগসহ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ

সেবা সহজিকরণ-০৩ অনলাইন ই-পেমেন্ট ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম

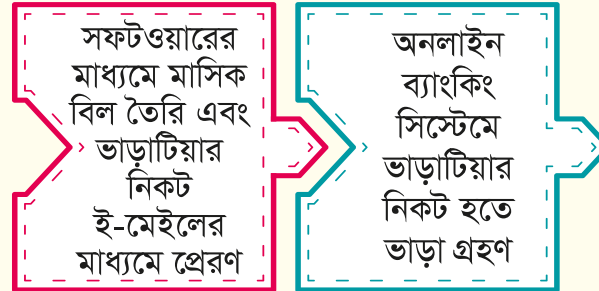
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি পার্ক, আইটি ভিলেজ, আইটি হাব প্রতিষ্ঠা করছে। এ সকল পার্কে বরাদ্দপ্রাপ্ত বিনিয়োগকারীদের নিকট হতে জমি/স্পেস এর ভাড়া সংগ্রহ করতে হয়। ম্যানুয়ালি জমি/স্পেস এর ভাড়া সংগ্রহ করতে কর্তৃপক্ষ এবং ভাড়াটিয়াদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এতে সময়েরও অপচয় হয়। ভাড়া গ্রহণ প্রক্রিয়াটি সহজিকরণের নিমিত্ত Online Integrated e-Payment System Software টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সেবা প্রদানের ফ্লোচার্ট

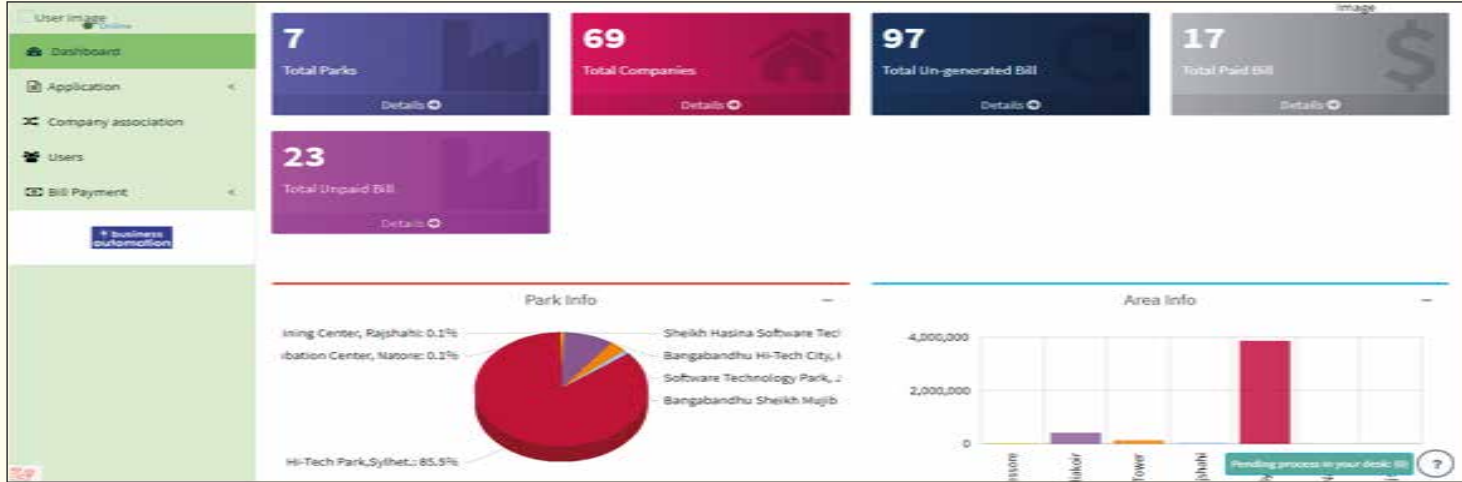
সহজিকরণের পূর্বে সেবা প্রদানের ফ্লোচার্ট



সহজিকরণের পরে সেবা প্রদানের ফ্লোচার্ট



স্থিতিতে Online Integrated e-Payment System



e-Payment ওয়েবপোর্টালের ড্যাশবোর্ড, যার মাধ্যমে অ্যাকাউন্টস অফিসার পার্কের আওতায় নির্দিষ্ট অফিসের ভাড়া, পরিষেবা চার্জ, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদিসহ সামগ্রিক স্ট্যাটাস দেখতে পাবেন



বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অধীনে সমস্ত পার্কের সামগ্রিক অবস্থার ড্যাশবোর্ড

সেবা সহজিকরণের আগের ও পরের অবস্থা

সময়

সহজিকরণের আগে

৬

সহজিকরণের পরে

১

খরচ

সহজিকরণের আগে

২০০

সহজিকরণের পরে

৪০০

সময়

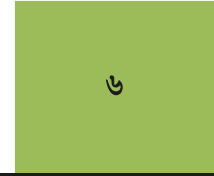


সহজিকরণের আগে



সহজিকরণের পরে

ধাপ



সহজিকরণের আগে



সহজিকরণের পরে

সময়



সহজিকরণের আগে

সহজিকরণের পরে

ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়



CCA

ইলেকট্রনিক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়



বামদিক থেকে: মো: খালেদ হোসেন চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা, বেগম নাজনীন আক্তার, সহকারী প্রকৌশলী, হাসিনা বেগম, উপ-নিয়ন্ত্রক, কাজী শোয়েব মোহাম্মাদ, সহকারী প্রোগ্রামার, মো: হাসান মুনসুর, সহকারী প্রোগ্রামার।

সেবা সহজিকরণ-১

সিএ লাইসেন্স ডিস্ট্রিবিউশন অটোমেশন

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ)-এর কার্যালয়ের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিএ লাইসেন্স ডিস্ট্রিবিউশন অটোমেশন ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। ইনোভেশন টিম এই সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য একটি ফ্লো ডায়াগ্রাম অংকন এবং স্পেসিফিকেশন চাহিদা নিরূপন করে। পরবর্তীতে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় কমিটি প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করে। দরপত্র আবেদনের মাধ্যমে ভেডার নিয়োগ করে সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন করা হয় ও সফটওয়্যারের ফাংশনালিটি পরীক্ষা করা হয়। বর্তমানে ছয়টি সিএ প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যারটি পাইলটিং এর কাজ করছে। আবেদন ও নবায়ন প্রক্রিয়া অনলাইনভিত্তিক বলে ব্যয় সাশ্রয়ী ও আবেদন প্রক্রিয়া সহজতর। সফটওয়্যারের ডেটাবেজে সংরক্ষিত তথ্য সহজে যাচাই করা যায়। লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়ায় সিএ প্রতিষ্ঠানসমূহের সময় ও অর্থ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য এবং প্রতিবেদন ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। সংরক্ষিত তথ্য পরবর্তীতে লাইসেন্স নবায়নসহ অন্যান্য মূল্যায়নে সহায়ক হবে। সেবা সহজিকরণের ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

লগইন পেজ

WELCOME
TO
**CA LICENSE DISTRIBUTION
AUTOMATION SYSTEM**

Remember Me

[Login](#)

[Forgot Password?](#)
[Create an Account!](#)

অ্যাকাউন্ট তৈরি

Create an Account!

Personal Information

<input type="text" value="Full Name"/>	<input type="text" value="Designation"/>
<input type="text" value="Fathers Name"/>	<input type="text" value="Mothers Name"/>
<input type="text" value="SELECT YOUR GENDER"/>	<input type="text" value="Date of Birth"/>
<input type="text" value="Nationality"/>	<input type="text" value="Website"/>
<input type="text" value="National Identity Number"/>	<input type="text" value="Taxpayer Identification Number"/>
<input type="text" value="Trade License Number"/>	<input type="text" value="VAT Number"/>
<input type="text" value="Please upload profile picture"/> Upload	<input type="text" value="Please upload signature image"/> Upload
<input type="text" value="SELECT YOUR ROLE"/>	<input type="text" value="SELECT YOUR ORGANIZATION"/>

ড্যাশবোর্ড (১)



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর





ছবিতে ভেনিসা রড্রিক্স, উপসচিব, রীনা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব, মোঃ দিদারুল কাদির, নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার, ইয়াসমিন আক্তার, সহকারী প্রোগ্রামার, রেজওয়ানা সুলতানা, সহকারী প্রোগ্রামার, সৈয়দ সালমান বিন কাদের, সহকারী প্রোগ্রামার, মোঃ আলমাছ হোসেন, ওয়েবসাইট এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মোঃ শরীফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক

সেবা সহজিকরণ-১ কারিগরি সহায়তা সেবা

তথ্য ও যোগাযোগ পযুক্তির উন্নয়নে আইসিটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ে দপ্তর স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োজিত প্রোগ্রামার, সহকারি প্রোগ্রামার ও কম্পিউটার অপারেটর সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আইসিটি নির্ভর সেবা যেমন- নথি, ওয়েব পোর্টাল, সরকারি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত এ্যাপ্লিকেশন, হার্ডওয়ার, ইন্টারনেট কানেকটিভিটিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সেবা প্রদান/প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ অসুবিধা দেখা যায়। নাগরিক পর্যায়ে অভিযোগ দাখিলের যথোপযুক্ত পদ্ধতি বা ক্ষেত্র অথবা কোথায় কার নিকট দাখিল করতে হবে সে বিষয় সম্পর্কে অবগত না থাকা। অভিযোগ দাখিলের পর সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পদ্ধতি না থাকা। আবার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধির পর্যাণ্ডতার অভাব। তদুপরি রেকর্ড/তথ্যপত্র সংরক্ষণের ব্যবস্থা সুরক্ষিত নয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি সহায়তা সেবা উক্ত সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের নিয়মিত মনিটরিং এর ব্যবস্থা হচ্ছে। আবার নিজস্ব ডোমেইনভিত্তিক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকছে। যার কারণে উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা গ্রহীতা/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট পাঠানো হবে এবং সেবাটি প্রদান সাপেক্ষ তা সমাধান এ ক্লিক করলে তা ডাটাবেইজ সংরক্ষিত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ভালুকা, ময়মনসিংহ থেকে ই-নথির কারিগরি সহায়তা পূর্ববর্তী পদ্ধতির ডিজাইন

সেবা প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ধাপ-১	ভালুকা উপজেলার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর অফিসে কার্যালয়ে লিখিত/মৌখিক আবেদন দাখিল
	ধাপ-২	কার্যালয়ে আবেদনপত্র গ্রহণ
	ধাপ-৩	আবেদনপত্র এম্বিকরণ
	ধাপ-৪	তথ্যাদি যাচাই-বাছাই এবং তালিকা তৈরিকরণ
	ধাপ-৫	আবেদন গ্রহণ বা বাতিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ
	ধাপ-৬	কারিগরি সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ
	ধাপ-৭	ক) ফোন, ই-মেইল, পত্রজারির ইত্যাদির মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান
	ধাপ-৮	খ) আবেদনকারীকে অফিস ভিজিটের বিষয়ে অবহিতকরণ
	ধাপ-৯	গ) সংশ্লিষ্ট অফিসে ভিজিট করে কারিগরি সহায়তা প্রদান
	ধাপ-১০	প্রধান কার্যালয়ে হার্ডকপি প্রতিবেদন প্রেরণ
	ধাপ-১১	প্রধান কার্যালয়ে প্রতিবেদন সংরক্ষণ
সেবা প্রদানের শর্ত	সেবা প্রদানকারীকে অবশ্যই অফিসে থাকতে হবে, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য অফিসিয়াল কাজে অফিসের বাইরে থাকলে সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সেবা পাচ্ছেনা।	

সহজিকৃত পদ্ধতি



সেবা সহজিকরণ-২ কানেক্ট ডিওআইসিটি

তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দিনে দিনে আইসিটি অধিদপ্তরের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অধিদপ্তরে কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং জনগণের কাছে বিভিন্ন নতুন নতুন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ইনোভেশন ফান্ড এর আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে একটি সমন্বিত প্ল্যাটফর্ম এর আওতায় আনার জন্য Connect DoICT Mobile App তৈরির ইনোভেশন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি করে নতুন চ্যানেলের মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা বিভিন্ন সেবা সরবরহকারীদের সাথে অধিদপ্তরকে সংযুক্তকরণ, দ্রুততার সাথে বিভিন্ন নোটিশ, নোটিফিকেশন সবার মাঝে প্রেরণ এ অ্যাপটির মাধ্যমে করা সম্ভব। এছাড়াও এই অ্যাপের মাধ্যমে অধিদপ্তরের একজন রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী তাঁর নিজের তথ্য আপলোড, সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করতে পারে।



নোটিশঃ (ডিওআইসিটি ওয়েব পোর্টাল এবং অভ্যন্তরীণ)

এটি একটি মোবাইলভিত্তিক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যার মাধ্যমে সহজেই আইসিটি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের আনা সম্ভব হয়েছে। ক্লাউড বেইজড নোটিফিকেশনসহ অন্যান্য ফিচারের মাধ্যমে সবাইকে বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে নিমিষেই অবহিত করা সম্ভব। কাগজপত্র/তথ্যপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও যাচাই করতে সময় কম লাগবে। বেশিরভাগ তথ্য ও রেকর্ডপত্র ডিজিটাইজড করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে করা, ফরম প্রাপ্তি, অনলাইনভিত্তিক নিউজ সার্ভিস, ইভেন্ট, সার্ভিস, নিজ স্বাস্থ্য ডিজিটলাইজড করা সম্ভব হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ একস্থান হতে প্রয়োজনীয় নিজ তথ্য হালনাগাদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন।

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি



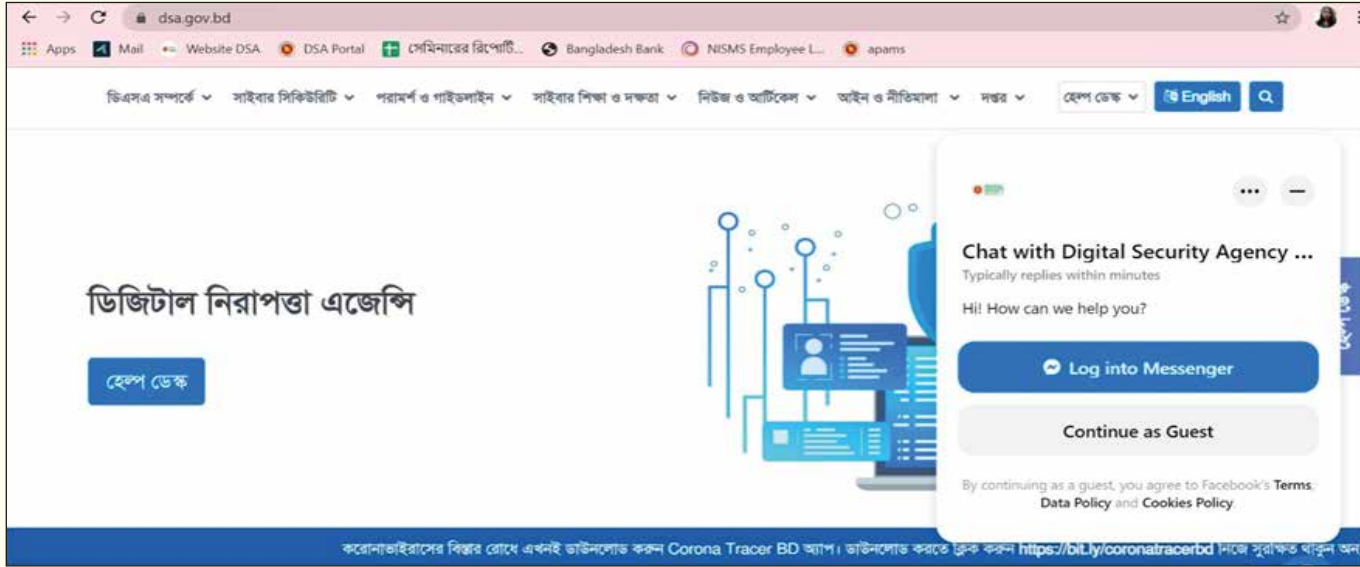
**Digital
Security
Agency**



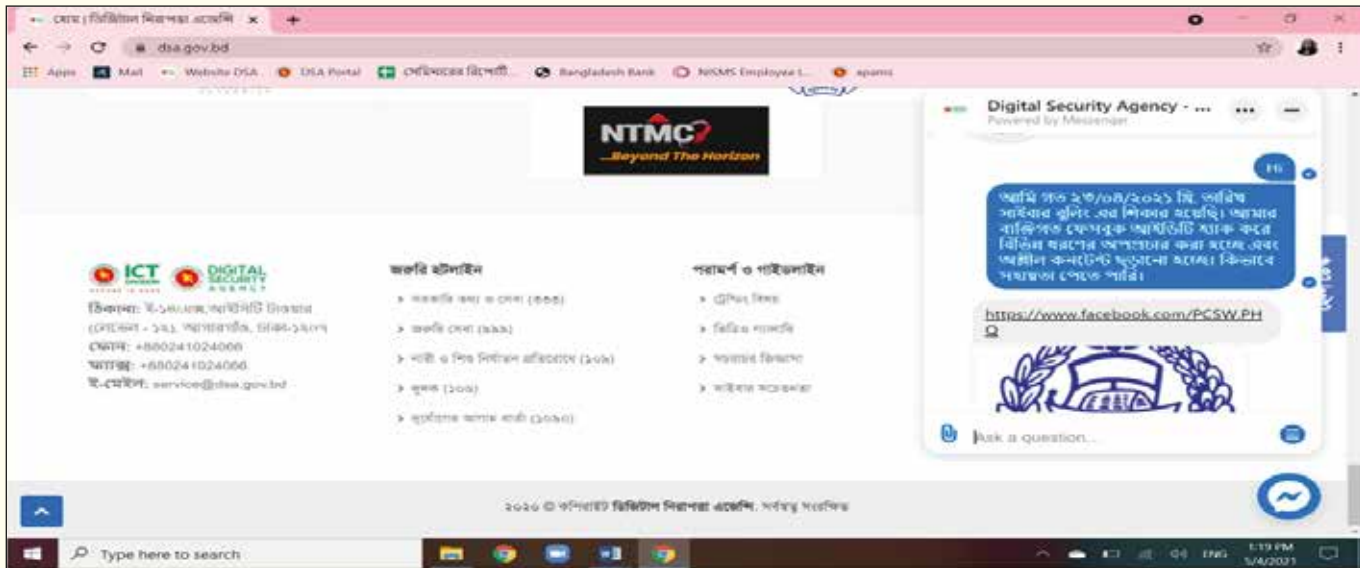
মোছা. ফারজানা খান তমা, সহকারী পরিচালক, যুথিকা মজুমদার, সহকারী পরিচালক, উত্তরা শতদ্রু প্রাচী, সহকারী পরিচালক
মো: আব্দুস সাত্তার সরকার, যুগ্ম পরিচালক, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, উপ-পরিচালক, মো: নাইম খান, সহকারী পরিচালক
মো: সোহেল রানা, সহকারী পরিচালক

‘ম্যাসেঞ্জার বট’
এর মাধ্যমে
প্রাথমিক প্রযুক্তিগত
সহায়তা ও
আইনি পরামর্শ প্রদান

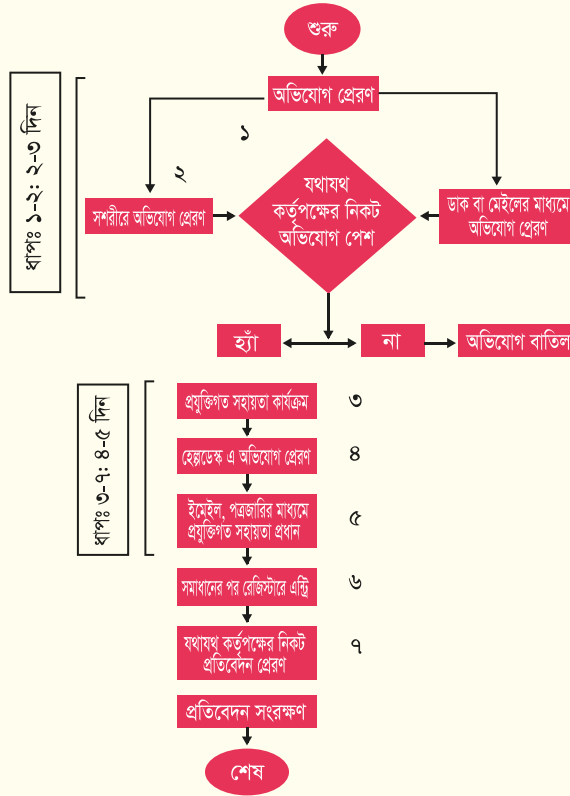
ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি কর্তৃক সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। চালুকৃত হেল্পডেস্ক এ ৩৩৩ এর মাধ্যমে ফোন করে বা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বা পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে ভিক্তিমদের প্রাথমিক প্রযুক্তিগত সহায়তা ও আইনি পরামর্শ প্রদান করা হয়। পূর্বে সেবাটি সম্পূর্ণরূপে প্রদানে প্রায় ৫ দিন সময় প্রয়োজন হয়। উক্ত সেবাটি সহজিকরণ করা হয়েছে। সহজিকরণের নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী সেবাটি প্রদানে সেবা গ্রহীতার সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস হয়েছে (প্রসেস ম্যাপ সংযুক্ত)। সেবাটি ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি’র ওয়েবসাইট হতে “ম্যাসেঞ্জার বট” এর মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।



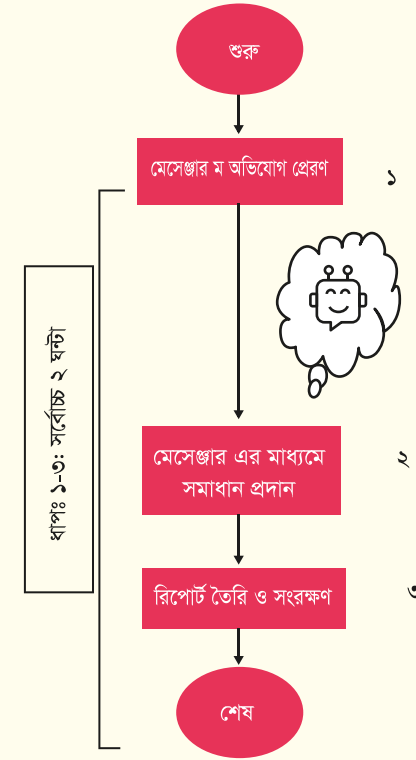
চিত্র : লগইন পেজ



চিত্র-: 'ম্যাসেঞ্জার বট'



চিত্র-: সেবা সহজিকরণের পূর্বের ফ্লো-চার্ট



চিত্র-: সেবা সহজিকরণের পরের ফ্লো-চার্ট

	বিদ্যমান পদ্ধতি আনুমানিক সময়	প্রস্তাবিত পদ্ধতি আনুমানিক সময়
সময় (দিন/ঘন্টা) [△]	৫ দিন	২ ঘন্টা
খরচ (নাগরিক ও অফিসের)	১০০০ টাকা	০০ টাকা
যাতায়াত	ক্ষেত্রবিশেষে ২ বার	০০
ধাপ	০৭ টি	০৩ টি
জনবল	৩ জন	ক্ষেত্র বিশেষে ১ জন

চিত্র-:সময়, পরিদর্শন ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী



WORLD SUMMIT ON THE INFORMATION SOCIETY
CERTIFICATE OF RECOGNITION

The International Telecommunication Union is proud to award

**Bangladesh Computer Council
Bangladesh**

**Winner of WSIS Prizes 2020
Category 7
ICT Applications: e-Employment**

for its outstanding contribution towards strengthening the implementation of the
World Summit on the Information Society (WSIS) Outcomes

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Houlin Zhao".

Houlin Zhao
ITU Secretary-General

Geneva, 07 September 2020



সেবা সহজিকরণ প্রকাশনা-২০২১



তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ